প্রথম আলো

তারিখ SEP. 30 2006
পৃষ্ঠা

সেমিনারে শিক্ষাবিদদের অভিমত

হীন রাজনৈতিক স্বার্থে কওমি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

জোট সরকার হীন রাজনৈতিক স্বার্থে কওমি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি এবং ফাজিলকে স্নাতক ও কামিলকে স্নাতকোত্তর সমমান দিয়েছে। পৃথিবীর কোথাও এমন নজির নেই। এর বদলে মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী এবং আধুনিক করা হলে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা দেশের উৎপাদন খাতে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারত।

গতকাল শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা শিক্ষা অনুষদের মিলনায়তনে 'প্রসঙ্গ: কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতিদান এবং ফাজিল-কামিলের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সমমান' শীর্ষক সেমিনারে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেরা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। তারা বলেন, দেশের মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে ধর্মব্যবসায়ীরা কওমি মাদ্রাসা তৈরি করেছে মূলত মৌলবাদ আর জঙ্গি তৈরি করার জন্য। সেমিনারের আয়োজক ছিল শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চ।

সেমিনারের সভাপতি অধ্যাপক অজয় রায় বলেন, শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে জাতিকে সামনে এগিয়ে নেওয়া। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা কোমলমতি শিশুদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। সরকার কওমি মাদ্রাসা নিয়ে যে ভয়ঙ্কর খেলায় মেতে উঠেছে, তা জাতির জন্য মোটেই ভালো হবে না।

অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, পৃথিবীর কোনো দেশে সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে কোনো ডিগ্রিকে সমমান ঘোষণা দেওয়া হয় না। এ ছাড়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের আধুনিক বিষয়ে শিক্ষালাভের কোনো উপায় নেই বলে তারা মূলধারায় আসতে পারবে না। তাই সরকার স্বীকৃতি দেওয়ার পরও কওমি মাদ্রাসার ছাত্ররা কোথাও চাকরি পাবে না। এ জন্য তাদের বোঝানো উচিত, সরকার স্বীকৃতি দেওয়ার নামে তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেন, নিজামী, গোলাম আযমের ছেলেরা মাদ্রাসায় পড়েনি। তারা তাদের ভাষায় 'নাসারা'দের দেশে থাকে। অথচ এই নেতারাই এ দেশের শিক্ষার্থীদের নষ্ট করছে। কওমি মাদ্রাসা সন্ত্রাসবাদ আর নিরেট মূর্খ তৈরি করছে বলে মন্তব্য করেন জাতীয় জাদুঘরের সাবেক মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান।

শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের সহসভাপতি অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা কিছুই শিখতে পারছে না। তিনি বলেন, জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখেছি অধিকাংশ মাওলানা আগে যে কথা বলতেন, এখনো শুধু সেটুকুই বলছেন।

সেমিনারে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মাওলানা হোসেন আলী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আখতারুজ্জামান। সাংবাদিক শাহীন রেজা নূর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রোবায়েত ফেরদৌস প্রমুখ সেমিনারে বক্তব্য রাখেন।